পলিসি ব্রিফ

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ভূমিকা

সরকার মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব অধিদপ্তর এ কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কর্মসূচির পাইলটিং হিসেবে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জে পরিচালিত হয়। এটি অনুমোদন পায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে এবং পাইলটিং-এর কার্যক্রম শেষ হয় ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর। পাইলটিং কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৫৬,০২৬ জন। পাইলটিং কর্মসূচির অনুকূলে মোট অর্থ বরাদ্দ ছিল ৮১৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর)। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে এ কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্রের ওপর যে সুশাসন-সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তারই অংশ হিসেবে ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ওপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে (http://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/3999-national-service-programme-study-full-report-bangla-2)। গবেষণার মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও অন্যান্য বিদ্যমান সমস্যার প্রেক্ষিতে জনগুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচিকে আরও দক্ষ, সফল ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

১. কর্মসূচি পরিকল্পনা সংক্রান্ত

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিটি বেকারত্ব দূরীকরণে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ এবং এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে কর্মসূচির সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবসহ সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব, এলাকা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা, লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে যাচাই না করা, বাজেট স্বল্পতা, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে সংযুক্তি প্রদান, এবং এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী যুবদের নিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয় সুস্পষ্ট না থাকা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে টিআইবি কর্মসূচি পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে।

১.১ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের পূর্বে পাইলটিং পর্যায়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কর্মসূচির সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১.২ সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১.৩ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে (আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সংযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

১.৪ অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের কর্মসূচির মেয়াদ-পরবর্তীকালে করণীয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে সফল, দক্ষ ও যোগ্যদের পরবর্তীতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ থাকা সাপেক্ষে যথানিয়মে নিয়োগের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১.৫ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শক পদ কর্মসূচির পূর্ণমেয়াদে রাখতে হবে।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও প্রভাব বিস্তার, প্রশিক্ষণে অনিয়ম, অপরিকল্পিত অংশগ্রহণ, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলার তথ্য পাওয়া গেছে। কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের ভুল তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, দায়িত্বে অবহেলা, উপস্থিত না থেকে ও কাজ না করে কর্মভাতা নেওয়া ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। পাশাপাশি সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজ না করা ও সুবিধাভোগীদের অবহেলা ও অসম্মান করা হয়েছে। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও নির্ধারিত সুবিধা প্রাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের যোগসাজশ ও ক্ষেত্রবিশেষে জোরপূর্বক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়েছে।

এছাড়া কর্মসূচির কিছু নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন কর্মসূচির ওপর সুবিধাভোগী ও তাদের পরিবারগুলোর আর্থিক নির্ভরতা তৈরি, কর্মসূচি শেষ হলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া, সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধির আশংকা ইত্যাদি। কর্মসূচি বাস্তবায়নের এলাকায় অর্থের সহজ প্রবাহের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং যৌতুক, মাদক ও ঋণগ্রস্ততার মতো কিছু সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ বাদ দিয়ে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঝরে পড়া, কর্মকালীন সময়ে পড়াশোনা বন্ধ রাখার মতো নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সর্বোপরি, কর্মসূচিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে, কাজ না করে অর্থ পাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে, এবং কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে টিআইবি কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে।

২.১ এলাকা নির্বাচন

২.১.১ এলাকা নির্বাচনে দারিদ্র মানচিত্র অনুযায়ী প্রাধান্য নির্ধারণসহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

২.২ সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

২.২.১ সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রকৃত বেকারত্বের মাপকাঠি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

২.২.২ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে না, কর্মসূচির এ শর্তসহ অন্যান্য নিয়মাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২.২.৩ সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সংযুক্তি প্রদান করতে হবে, যেন কর্মসূচিতে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রতিহত করা যায়।

২.৩ আর্থিক বিষয়

২.৩.১ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থছাড় নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩.২ বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের মাসিক ভাতাসহ সকল ভাতা নিয়মিতভাবে মাসিকভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩.৩ কর্মসময় শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য সঞ্চয়বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ সুদসহ প্রদান করতে হবে। সঞ্চয়ের অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাবে না। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পরিবীক্ষণ করতে হবে।

২.৩.৪ আর্থিক অনিয়ম বন্ধে সমন্বয় কমিটিগুলো সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।

২.৩.৫ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য অবৈধ আর্থিক লেনদেন বন্ধে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে এবং অভিযুক্তদের অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২.৪ প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক

২.৪.১ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের সময়সীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সময়বদ্ধ মডিউল থাকবে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের লেকচার শিট প্রদান করতে হবে।

২.৪.২ প্রশিক্ষক হিসেবে টিম গঠনে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে যাচাই বাছাই কমিটি তৈরি করতে হবে।

২.৪.৩ পরামর্শকদের নিয়োগ ও কাজে পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। পরামর্শকদের তৈরি করা প্রতিবেদনকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.৫ নৈতিক আচরণবিধি ও অন্যান্য

২.৫.১ সুবিধাভোগী ও সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ সকল অংশীজনের ব্যবহারের জন্য কর্মসূচি সংক্রান্ত বিধিমালা, প্রাপ্য অধিকার, করণীয় দায়িত্ব সম্বলিত একটি ম্যানুয়েল বুকলেট আকারে প্রকাশ ও বিতরণ করতে হবে।

২.৫.২ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সাফল্য ও ব্যর্থতার সূচক নির্ধারণ করে তদনুযায়ী মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৫.৩ কর্মসূচিটি যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে দুইবছর মেয়াদী একটি অস্থায়ী উদ্যোগ। 'এটি সরকারি স্থায়ী কোনো চাকরি নয়' - এবিষয়ে সঠিকভাবে প্রচার করতে হবে, যেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অযাচিতভাবে অবাস্তব প্রত্যাশা সৃষ্টি না হয়।

২.৫.৪ সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি ও উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৫.৫ সর্বোপরি ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুবিধাভোগী, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং তার কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে। বিগত ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২০টি পলিসি ব্রিফ প্রণীত হয়েছে।

**ছবি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির পোস্টার থেকে সংগৃহীত*

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪
ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh